যুগান্তর

তারিখ ২৮ কলাম ৩

ফেনী শিক্ষা অফিসে ঘুষ বাণিজ্য রমরমা

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে টাকা হলে সবই হয়। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আজিজ ও সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইউসুফ টাকা পেলে সবই করেন শিক্ষা অফিসের এ শীর্ষ দুই কর্মকর্তা। তাদের এ নির্লজ্জ দুর্নীতির শেষ কোথায় জানেন না সংশ্লিষ্টদের কেউ। পিয়নও বাদ পড়েনি তাদের হাত থেকে। এতে লজ্জিত ফেনীর শিক্ষক সমাজ ও সচেতন মহল।

বিভিন্ন সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশের মতো ফেনীর ৬ উপজেলার ৪৪টি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ (সরকারি) করা হয়। এসব বিদ্যালয়ে একটি করে শিক্ষক পদ সৃষ্টি হয়। ওই পদে সরাসরি শিক্ষক নিয়োগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের নীতিমালা থাকলেও তা উপেক্ষা করে অন্য বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক বদলি করে সৃষ্টপদ পূরণ করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আজিজ। জনপ্রতি এসব শিক্ষক থেকে আদায় করেন ৫০ হাজার টাকা করে। টাকার মধ্যস্থতা করেন সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইউসুফ। সদর উপজেলার ধলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উম্মে সৈয়দা জয়নব নামের এক শিক্ষিকাকে শহরের মহিপাল চৌধুরীবাড়ী সংলগ্ন সদ্য জাতীয়করণ হওয়া সিরাজুল ইসলাম ভূঞা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করে সৃষ্টপদ পূরণ করা হয়। বিদ্যালয়টিতে রতনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আমেনা ফেরদৌস নামের এক শিক্ষিকা আবেদন করেন। টাকা না দেয়ায় সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তাকে ডিঙিয়ে সৈয়দা জয়নবকে নিয়োগ দেয়া হয়। একইভাবে জেরকাছাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মনোয়ারা বেগমকে বদলি করা হয় বঙ্গবীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ছাগলনাইয়ার নাঙ্গলমোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাহেদা আক্তারকে সদর উপজেলার কালিদহ ইউনিয়নের যাত্রাসিদ্ধি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়। শুধু এ তিনটি বিদ্যালয়ই নয় পূর্ব মধুপুর, সহদেবপুর, পূর্ব বিজয়সিংহ, পশ্চিম বিজয়সিংহসহ জাতীয়করণকৃত অসংখ্য বিদ্যালয়ের সৃষ্টপদ পূরণ করা হয়। অবসরে যাওয়ার এক বছর পূর্বে কাউকে বদলি করার নিয়ম না থাকলেও তা করছেন হরহামেশাই। জি.এ. একাডেমির শিক্ষিকা মীরা রানী চক্রবর্তীকে কেরোনিয়া ও চেওরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লোহানা রায়কে শ্রীপুর বদলি করা হয়। আগামী দুই মাস পর তাদের দু'জনেরই অবসরে যাওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পিয়ন নিয়োগে ৫ হাজার টাকা করে আদায় করা হয়। এভাবে একের পর এক অনিয়ম-দুর্নীতি দেখে ফের হয়রানি ও অপমানের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস করেন না। কেউ মুখ খুললে তাকে অন্যত্র বদলির হুমকি-ধমকি দিয়ে নাজেহাল করা হয়। এদিকে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আজিজ প্রভাব খাটিয়ে অফিসকে পরিণত করেছেন বাসায়। তিনি সরকারিভাবে বাসা ভাড়া উত্তোলন করলেও অন্যত্র না থেকে অফিসের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে রাত্রিযাপন করেন।

> শিক্ষা অফিসে টাকা হলে সবই হয়

অপরদিকে সদর উপজেলার ২৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮৭টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য ছিল। গত ক'দিন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের এক আদেশে বদলি হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। সুযোগটি কাজে লাগিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে উল্লিখিত শূন্যপদ জেলার অন্য উপজেলার শিক্ষক দিয়ে পূরণ করা হয়। আগামী নিয়োগে এ উপজেলার মেধাবী শিক্ষার্থীরা স্থানীয় কোটায় সহকারী শিক্ষক পদে আবেদনও করতে পারবেন না। বিষয়টি নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবকরা। এতে পরবর্তীতে এ উপজেলার নতুন প্রজন্মের মেধাবী শিক্ষকরা নিয়োগ বঞ্চিত হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল আজিজের বক্তব্য জানতে একাধিকবার মোবাইল ফোনে চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। তবে অকপটেই এসব অনিয়মকে 'বৈধ' বলে দাবি করেছেন সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইউসুফ। তিনি যুগান্তরকে বলেন, নীতিমালায় সৃষ্টপদ পূরণের বিধান রয়েছে। বদলিতে বাণিজ্যের কথা তিনি অস্বীকার করেন।